বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

ঋণ ও বাজেট ঘাটতিঃ প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

মার্চ, ২০১৭

জিডিপি'র অনুপাতে অভ্যন্ড়রীণ ঋণের স্থিতি

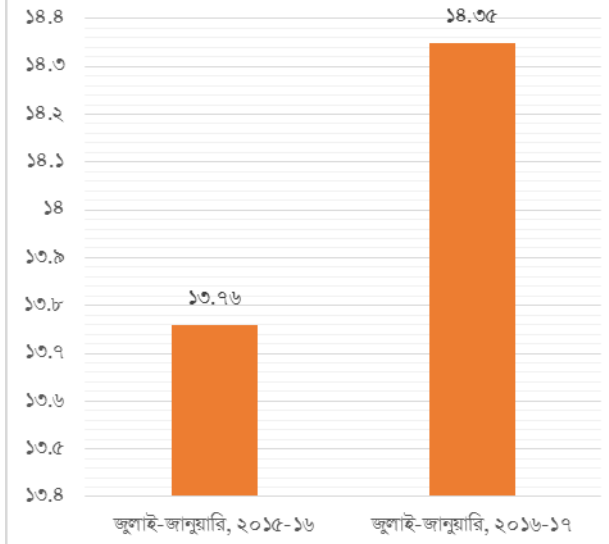

বৈদেশিক ঋণঃ স্থিতি ও পরিশোধ

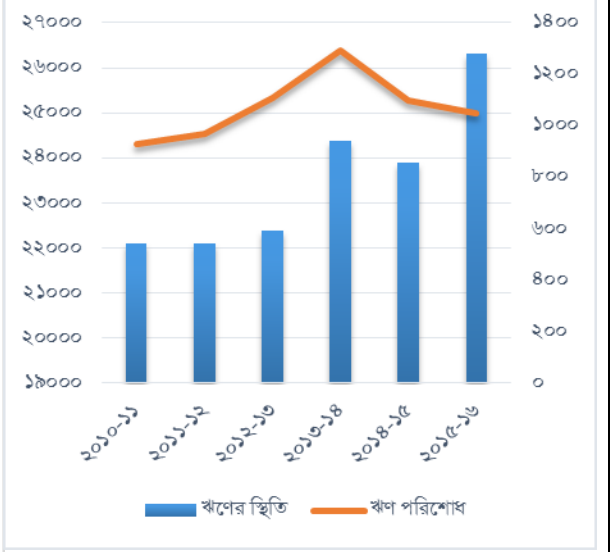

উৎস: উন্নয়ন অন্বেষণ, *ঋণ ও বাজেট ঘাটতিঃ প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ*, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩, মার্চ ২০১৭।

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' মার্চ ২০১৭ - এ প্রকাশ করা হয়েছে যে, ক্রমবর্ধমান ঋণের স্থিতি ও ঋণ পরিশোধে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি দেশে উন্নয়ন কর্মসূচীতে বিনিয়োগ হ্রাস ও আন্তঃপ্রজন্ম ঋণের বোঝা বৃদ্ধি করছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির অষ্টম বছরের মাসিক প্রকাশনার এই সংখ্যাটিতে দেখানো হয়েছে যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের স্থিতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় যথাক্রমে ১৭.৭ শতাংশ ও ১০.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে বর্তমান অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে অভ্যন্ড়রীণ ঋণের স্থিতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৮.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, একই সময়ে বৈদেশিক সহায়তার পরিমান ১৬.৫৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) অনুপাতে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জিডিপি'র অনুপাতে অভ্যন্ড়রীণ ঋণের স্থিতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৫.১১ শতাংশ ছিল যা পরবর্তী অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৩-১৪, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৫.১২, ১৫.২৩ ও ১৫.৫৫ শতাংশ হয়। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে (জুলাই-জানুয়ারি) এই হার ১৪.৩৫ শতাংশ হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ১৩.৭৬ শতাংশ ছিল।

উন্নয়ন অন্বেষণ দেখায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকার ব্যাংকিং খাতের তুলনায় ব্যাংক বর্হিভূত খাত থেকে বেশি ঋণ সংগ্রহ করেছে যদিও পূর্বের বছরগুলোতে বাজেট ঘাটতি পূরণ করতে ব্যাংকিং খাতের উপর সরকারের অধিক নির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হয়।

অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে ২৮১৩৩১.৬৪ কোটি টাকায় উপনীত হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ২৩৭৯৯২.৩৭ কোটি টাকা ছিল। বার্ষিক অভ্যন্ড়রীণ ঋণের স্থিতি ২০০৯-১০

অর্থবছর (১১৬৮২৩.৮৪ কোটি টাকা) থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর (২৬৯০০৯.৫০ কোটি টাকা) পর্যন্ড় সময়ের মধ্যে প্রায় দিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি এর বিশেণ্ডষণে প্রকাশ করে।

দেশে বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমান বর্তমানে জিডিপি'র ১২ শতাংশ। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপাত্ত বিশেণ্ডষণ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্ড়ব্য করে যে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ব্যপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ২৩৯০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২৬৩০৫.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়।

এদিকে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম সাত মাস অর্থাৎ জুলাই-জানুয়ারি সময়ে বৈদেশিক সহায়তার পরিমান পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ১৭৫৪.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪৬৪.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। এর অন্যতম কারণ হিসেবে সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক অনুদানের পরিমানে ব্যপক হ্রাসের কথা উলেণ্ডখ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক অনুদানের পরিমান ৪৫.০৩ শতাংশ কমেছে।

বৈদেশিক ঋণের উপর প্রদত্ত সুদের পরিমান সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও মোট ঋণ পরিশোধের পরিমাণ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। মোট বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের (সুদ ও আসল) পরিমাণ ২০১০-১১ অর্থবছরে ৯২৯.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১২৯৪.৪৪ মিলিয়ন ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১০৫০.৫৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের উপর প্রদত্ত সুদের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ১৮৭.৭৩ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২০২.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।

দেশের ঋণ ধারণক্ষমতা পর্যালোচনা করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি মোট রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের ৫৩.৪৯ শতাংশ হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৪৮.৬৮ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে, বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের পরিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মোট রাজস্ব আয়ের ৪.৬২ শতাংশ এবং মোট রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের ২.১৫ শতাংশ হয়।

উচ্চ বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের ফলে সরকারের অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যা উৎপাদনশীল খাতের বরাদ্দকে সংকুচিত করার মাধ্যমে অর্থনীতিতে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধিকে বাধার সম্মুখীন করতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' আশংকা প্রকাশ করে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আরও দেখায় যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যেখানে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে উন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ১৪ শতাংশ ছিল।

ক্রমবর্ধমান বাজেট ঘাটতির সাথে সাথে সরকারের ঋণ লক্ষমাত্রা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি দিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলে যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্ড়াবিত বাজেটে সরকারের ঋণ লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ৯২৩৩৭ কোটি টাকায় দাঁড়ায় যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্ড়াবিত ও সংশোধিত বাজেটে যথাক্রমে ৮০৮৫৭ কোটি ও ৮২১৩৮ কোটি টাকা ছিল।

অভ্যন্ড়রীণ উৎস বিশেষ করে ব্যপক হারে জাতীয় সঞ্চয় পত্র বিক্রির (বর্তমান অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি সময়ে মোট জাতীয় সঞ্চয় পত্র বিক্রির পরিমাণ ৪১১০০.৫৭ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৬.৩ শতাংশ বেশি) মাধ্যমে সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়ন বেসরকারি খাতে বিনিয়োগযোগ্য অর্থের চাহিদার হ্রাসকে নির্দেশ করে যা এই খাতে বিনিয়োগের বর্তমান স্থবির চিত্রকে তরান্বিত করতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' আশংকা প্রকাশ করে।

অর্থনীতিতে বাজেট ঘাটতি ও ঋণের প্রতিকূল প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' বিদ্যমান মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির পুনঃনিরীক্ষণ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি বিচক্ষণ ও কার্যকরী ঋণ ব্যবস্থাপনা নীতিকাঠামো গ্রহনের উপর গুর"ত্ব আরোপ করে যা দেশে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রবৃদ্ধিবর্ধক রাজস্ব ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।